ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭৪ ● কলকাতা ● ২০ আশ্বিন, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৭ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বড় পর্দায় 'মির্জাপুর', 'কালীন ভাইয়া'র ভূমিকায় হৃতিক?

পৃঃ ৫

দলকে জিতিয়ে বাবাকে গোল উৎসর্গ করলেন রোনালদো

পৃঃ ৬

গৃহবধূকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ,

উত্তাল ভূপতিনগর, অভিযুক্তকে গণপিটুনি স্থানীয়দের

ভূপতিনগর: নিউজ সারাদিন : আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। সেই আবহেও একের পর এক নারী নির্যাতন, মেয়েদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের পর এবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে গৃহবধূকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ এবং জোর করে কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধ।এবার ভূপতিনগর থেকে একই ঘটনা সামনে এল। বিষয়টি সামনে আসতেই অশান্তি ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পোঁছেছে ভূপতিনগর থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ভগবানপুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন তাঁর স্বামী। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, গ্রামেরই এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যান ওই গৃহবধূকে। ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয়। বিষয়টি যাতে ফাঁস না হয়ে যায়, ওই গৃহবধূ যাতে কাউকে কিছু না বলতে পারেন, তার জন্য ধর্ষণের পর গৃহবধূর মুখে কীটনাশক ঢেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কীটনাশক খাওয়া অবস্থাতেই ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় জনরোষ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে বের করে এনে গণধোলাই দেয়। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভূপতিনগর থানার পুলিশ। সেখানে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অভিযুক্তকে এলাকায় আটকে রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশও। পুলিশকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।আর জি কর কাণ্ডের পরও এই ধরনের ঘটনা সামনে আসছে লাগাতার। ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে শনিবার উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরও। টিউশন পড়তে যাওয়া মেয়েটিকে ধর্ষণ ও খুনের পর ক্ষতবিক্ষত দেহ জমির ধারে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার পরই থানায় গেলে, পুলিশ টালবাহানা করে বলে অভিযোগ। অন্য থানায় যেতে বলা হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পদক্ষেপ করলে মেয়েটির প্রাণ চলে যেত না বলে মনে করছেন তাঁরা। সেই নিয়ে শনিবার ধুন্ধুমার বাধে। পুলিশ ফাঁড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফেটে গেল

পুলিশ সুপারের কনফিডেন্স, হাইকোর্টের প্রশ্ন পকসোর ধারা নেই কেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে কোনও ফাঁক নেই বলে শনিবার বিকেলে ঘোষণা করেছিলেন পুলিশ সুপার পলাশ ঢালি। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে গাফিলতির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য পুলিশ। এই মামলায় কেন এখনও পকসো আইনের ধারা যোগ করা হয়নি সেই প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে কোনও ফাঁক নেই বলে শনিবার বিকেলে ঘোষণা করেছিলেন পুলিশ সুপার পলাশ ঢালি। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে গাফিলতির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য পুলিশ। এই মামলায় কেন এখনও পকসো আইনের ধারা যোগ করা হয়নি সেই প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি তীর্থঙ্গর ঘোষ।

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য সরকার ও পুলিশ বাংলার শিশু ও মহিলাদের

সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ,দাবি সুকান্তর

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কথা ছিল একাধিক পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন তিনি। কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও একগুচ্ছ পুজো উদ্বোধনের সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল সুকান্ত মজুমদারের। কিন্তু উৎসবের আবহে শেষ পর্যন্ত বিরাট সিদ্ধান্ত নিলেন বঙ্গ পদ্ম সেনাপতি সুকান্ত মজুমদার।

ঠিক সেই আবহেই উত্তপ্ত জয়নগর কুলতলি এলাকা। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের পর খুনের অভিযোগে শনিবার উত্তাল হয় সেই এলাকা। আর এর পরেই প্রতিবাদ হিসেবে এ বছর কোনও দুর্গাপুজো উদ্বোধন করবেন না বলে স্পষ্ট জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তবে নিজের হাতে পুজো উদ্বোধনের সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করলেও পুজো মণ্ডপে সশরীরে হাজির থাকবেন বলে জানিয়ে সুকান্ত মজুমদার বললেন, " মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব যাতে আরজি কর হোক কিংবা কুলতলির ভয়াবহ ঘটনার যেন সঠিক বিচার হয়। আসল অপরাধীরা যাতে কঠোর সাজা পায়।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন বাংলার দেবীরা আজ সুরক্ষিত নয়। তরুণী চিকিৎসকের জন্য যেমন প্রত্যেকের মন

এরপর ৩ পাতায়

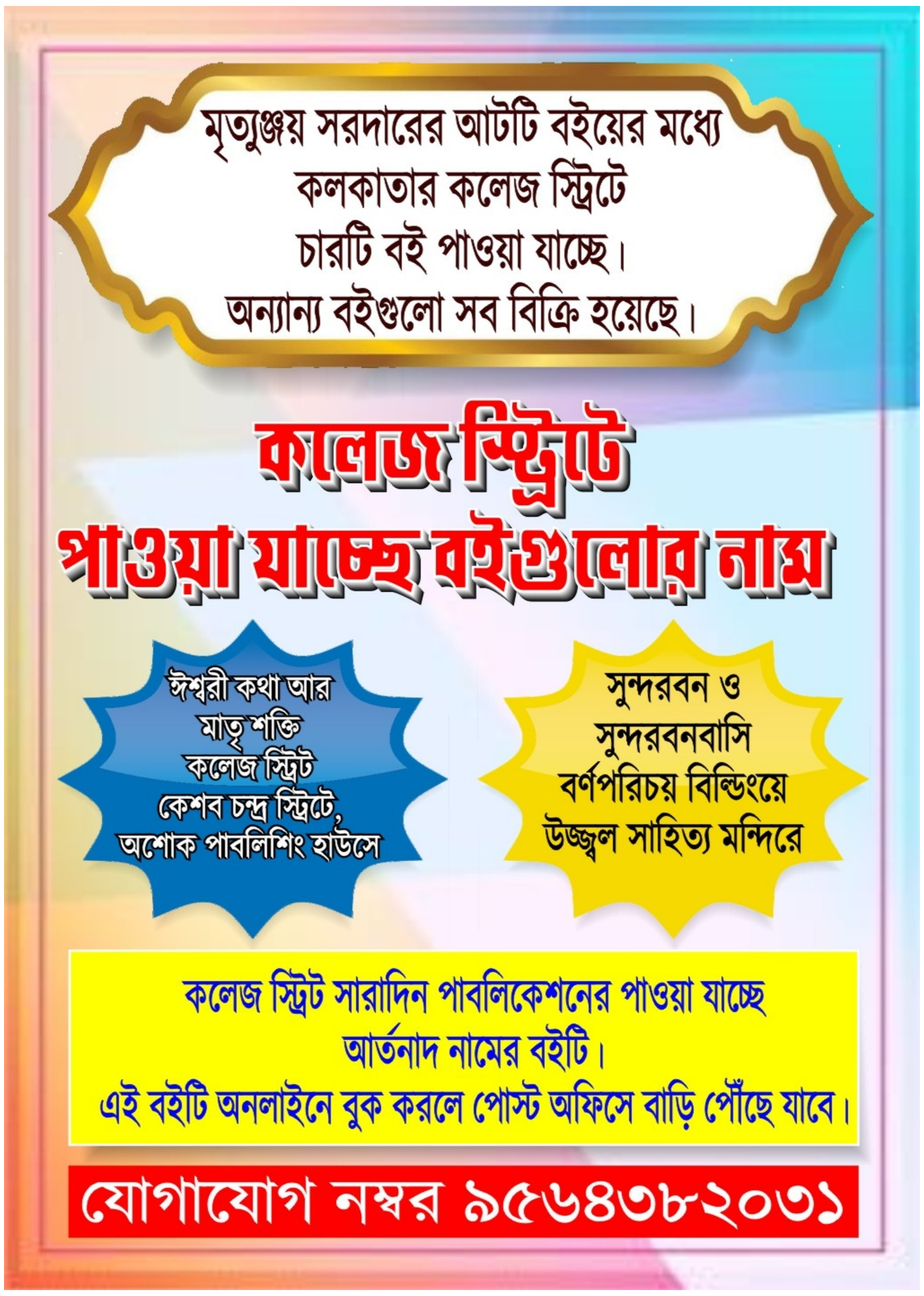

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ইতিহাস!

বিনা খরচে জন্মাল টেস্ট টিউব বেবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর বিতর্কের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালে কার্যত চিকিৎসা বিপ্লব! সম্পূর্ণ বিনাখরচায় এই প্রথম রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে জন্ম নিল টেস্ট টিউব বেবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার এ স এ স কে এ ম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের (SSKM Hospital) চিকিৎসকরা দরিদ্র দম্পতির কোলে তুলে দিলেন সন্তানকে। হাসি ফুটল মা-বাবার মুখে।

মাত্র আড়াই বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন টেস্ট টিউব বেবির স্রষ্টা প্রয়াত ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তারই অন্যতম সহযোগী ডাঃ সুদর্শন ঘোষদস্তিদারকে নিখরচায় টেস্ট টিউব বেবির জন্মদানের দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। এসএসকেএম হাসপাতালের শিশু বিভাগের পাশেই দ্রুত গড়ে ওঠে বন্ধ্যাত্ব দূর করার এই বিভাগ। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে টেস্ট টিউব বেবি সৃষ্টির জন্য বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিকাঠামো বসিয়ে দেন মুখমন্ত্রী। অথচ পরিষেবা পেতে নামমাত্র খরচ করতে হবে। আমজনতার জন্য এই সুযোগ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসএসকেএম হাসপাতালের এই বিভাগ চালু হওয়ার পরই জেলা থেকে একে একে আসতে শুরু করে গরিব দম্পতিরা। কারণ, বেসরকারি হাসপাতালে একবার টেস্ট টিউব ভ্রূণ তৈরিতে খরচ হয় প্রায় তিন থেকে সাত লক্ষ টাকা। যা অনেকেরই সাধ্যের মধ্যে।

শুক্রবার রাতে ডাক্তার সুদর্শন ঘোষদস্তিদার জানিয়েছেন, "ভারতে এই প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনা খরচে টেস্ট টিউব বেবি জন্ম নিল। আগামীতেও সবাই এভাবেই বিনা খরচে সন্তানের মুখ দেখতে পারবেন স্রেফ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে।" এই শিশুকে নিয়ে মা-বাবা যেমন খুশি, তেমনই উচ্ছ্বসিত হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা। বাংলার চিকিৎসা জগতে এ এক ইতিহাসই বটে!

বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি ডেবরায়,

বন্যা দুর্গতদের পাশে অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ

সন্ন্যাসী কাউরী, ডেবরা : ৬ অক্টোবর: নিউজ সারাদিন : পুজোর মুখে হাসি নেই মানুষের। ভয়াবহ বন্যা কেড়ে নিয়েছে সব। কৃষি নির্ভর এলাকায় নষ্ট হয়েছে মাঠের ধান,সবজি, পুকুরের মাছ । সম্প্রতি বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ডেবরা ব্লকের অধিকাংশ অঞ্চলে। সারা বছর চলবে কি করে সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছে মানুষ। বন্যা কবলিত দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াল অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ। রবিবার ডেবরা ব্লকের ত্রিলোচনপুর, নরহরিপুর দুটি এলাকায় ২৫০টি আদিবাসী পরিবারের হাতে চাল, ডাল, তেল, শুকনো খাবার সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন তাঁরা। এদিন অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে খুশি এলাকার আদিবাসী মানুষজন।

সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় ডেবরা ব্লকের সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোলগ্রাম, মলিঘাটি, ভবানীপুর, ভরতপুর অঞ্চলে। ভেঙে পড়েছে বহু মাটির বাড়ি, ওই চারটি অঞ্চলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে । বন্যা কবলিত অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে ত্রাণের ব্যবস্থা করে অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ।

এদিনের ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সম্পাদক ড. বাসুদেব ধাড়া, অধ্যাপক সোমনাথ দে, অধ্যাপক মঙ্গল কুমার নায়েক, অধ্যাপক সুকদেব কুইল্যা, অধ্যাপিকা সুদীপ্তা মাহাতো, অধ্যাপক জয়ন্ত মুর্মু, শিক্ষক দীপঙ্কর মাইতি, দীপঙ্কর সিং, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ কুমার নায়ক সহ অন্যান্যরা।

বোতাম টিপলেই মিলবে 'স্বর্ণমুদ্রা',

ভারতের প্রথম 'গোল্ড এটিএম' পেল কর্নাটক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুধু নগদ টাকা নয়, এটিএমে বোতাম টিপলে এবার মিলবে একেবারে খাঁটি সোনা। ভারতে প্রথমবার অভিনব এই 'গোল্ড এটিএম' বসল দক্ষিণের কর্নাটক রাজ্যে। কর্নাটকের 'তুমকুর মার্চেন্টস ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি'র (TMCC) উদ্যোগে বসেছে এই সোনালি এটিএম। সংস্থার তরফে এর নামকরণ করা হয়েছে 'টিএমসিসি গোল্ডসিক্কা'।

সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, এই এটিএমে গ্রাহকরা ২৪ ক্যারেটের খাঁটি সোনার কয়েন পাবেন। ০.৫, ১, ২, ৫ ও ১০ গ্রামের সোনার কয়েন মিলবে। শুধু তাই নয়, বাজারে সোনার বর্তমান দাম অনুযায়ী এই সোনা কিনতে পারবেন গ্রাহকরা। অভিনব এই এটিএমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর, সংস্থার চেয়ারম্যান জয়কুমার-সহ অন্যান্য ভিভিআইপিরা। শুধু গয়না নয়, খাটি ২৪ ক্যারেট সোনা সহজে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে সংস্থা। গোল্ড কয়েন এটিএম লিমিটেডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে বলে জানিয়েছে টিএমসিসি।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই এটিএমের দৌলতে অত্যন্ত সহজে যে কেউ সোনা কিনতে পারবেন। এর জন্য বাড়তি খরচও বইতে হবে না। এটিএমে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, কিউ আর কোডের মাধ্যমে টাকা পেমেন্ট করা যাবে। সোনার পাশাপাশি রুপোর জন্য শীঘ্রই একই রকম এটিএম বসানো হবে বলে জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে এই পদ্ধতিতে ছোটখাট গয়নাও এটিএমের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী এই সংস্থা।

উল্লেখ্য, সেই আদিকাল থেকে ভারতীয়দের কাছে বিনিয়োগের অন্যতম পছন্দ সোনা। আরও স্পষ্টভাবে বললে সোনার গয়না। বর্তমান সময়ে বিনিয়োগের অন্যান্য নানা বিকল্প তৈরি হলেও সোনায় ভাটা পড়েনি। বরং সোনায় বিনিয়োগের জন্য ডিজিটাল গোল্ড, সরকারি উদ্যোগে 'সোভেরেজন গোল্ড বন্ড' চালু হয়েছে। এবার এই 'গোল্ড এটিএম' ২৪ ক্যারেট সোনায় সরাসরি বিনিয়োগের অভিনয় উপায় হিসেবে দেখছে বিশেষজ্ঞরা।

মুক্তকণ্ঠ ভবনে পত্রিকা প্রকাশ ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পূজা উপলক্ষে সারা বাংলায় যেমন সাজ সাজ অবস্থা তেমনি ছোট ছোট পত্রপত্রিকার সম্পাদকরাও ব্যস্ত পূজা সংখ্যা প্রকাশের জন্য। নীলরতন মণ্ডল সম্পাদিত ডায়মণ্ড হারবারের "হীরক দ্যুতি" পত্রিকার ১৩শ বর্ষের শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো শনিবার। হীরক দ্যুতি, হাসিখুশি এবং চয়ন পত্রিকার আয়োজনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শিবানীপুরে মুক্তকণ্ঠ ভবনে এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান শিক্ষক ও সাহিত্যিক অমরেশ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক তপন কান্তি মন্ডল, কবি স্বপন কুমার মান্না, আগামী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সামন্ত প্রমুখ বহু বিদ্বজ্জন। বর্তমান সময়ে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক , লেখক ও পত্রিকা সম্পাদকের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন তপনকান্তি মণ্ডল। তিনি বলেন সমাজের এমন কিছু ঘটনা আছে যা এড়িয়ে গেলে ভবিষ্যত প্রজন্ম কখনো ক্ষমা করবে না। এবিষয়ে পত্রিকা সম্পাদকের ভূমিকা সব থেকে বেশি। শিল্পী সাহিত্যিক অমরেশ মুখোপাধ্যায় দেবী পূজার সঙ্গে সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। হীরকদ্যুতি শারদ সংখ্যা প্রকাশের পর সম্পাদক নীলরতন মণ্ডল বর্তমান সংখ্যার বিষয় বৈচিত্র্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন নিশিকান্ত সামন্ত। এরপর বিভিন্ন লেখক, কবি, সাহিত্যিক তাঁদের লেখা পাঠ করে শোনান। এদের মধ্যে ছিলেন স্বপন কুমার সামন্ত, তুষার কান্তি নাথ, মানস চক্রবর্তী, দত্তা রায়, ভীম ঘোষ, অমলেন্দু বিকাশ দাস, দিলীপ কুমার ঘোষ, তাপস ভট্টাচার্য, গৌতম সরদার, গণেশ মালিক, রূপক গায়েন জুলি পাল, রামপ্রসাদ রায়, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুচরিতা ঘোষ, স্নেহা পাল ও আরো অনেকে। ধন্যবাদ জানান কেশবচন্দ্র পাইক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হাসিখুশি পত্রিকার সম্পাদক শিশির পাইক।

পশ্চিমবঙ্গে এবার কিশোরী হত্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে জনরোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর মামলায় পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। খোদ ওসিকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। এরপর একাধিক ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার রোষ ফেটে পড়ছে। বাঁশদ্রোনীর পর এবার জয়নগরে মানুষের ক্ষোভের মুখে পুলিশ।

পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা

শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকায় উদ্ধার হয় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর মরদেহ। এরপর থেকে গোটা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

মহিষমারি এলাকার ছাত্রী শুক্রবার বিকেলে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল। রাত হলেও সে বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। না পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে যান পরিজনেরা। নিখোঁজ ডায়েরি লেখাতে চান তারা। অভিযোগ, পুলিশ সেই অভিযোগ নিতে চায়নি। বরং পরামর্শ দেয়া হয়, ডায়েরি করতে যেতে হবে জয়নগরে।

শনিবার সকালে ছাত্রীর বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে পুকুর থেকে উদ্ধার হয় তার দেহ। পরিবারের দাবি, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাকে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এরপরই পুলিশের উপর গিয়ে পড়ে জনরোষ। স্থানীয় ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় গ্রামবাসী। তছনছ করে দেয়া হয় ফাঁড়ি। বিভিন্ন সামগ্রী বাইরে ফেলে দেয় জনতা। রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। পুলিশ বাহিনী সেখানে এলে জনতা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধস্তাধস্তি, মারধরের মুখে পড়ে পুলিশ পিছু হটে। পুলিশকে লক্ষ্য করে নারীদের ঝাঁটা দিয়ে মারতে দেখা যায়।

রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মহিষমারি। পুলিশ পাল্টা লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায়। দিনভর দফায় দফায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়।

পুলিশের বিরুদ্ধে রোষ

থানার আইসি, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের ঘেরাও করে উত্তেজিত গ্রামবাসী। পরে ঘটনাস্থলে আসেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তিনি স্বীকার করেননি। বলেন,'গতকাল রাত নটার সময় আমরা খবর পাই। অভিযোগ পেয়েছি রাত ১২টা নাগাদ। সাড়ে ১২টায় মামলা রুজু করেছি। কোনো গাফিলতি হয়নি।"

কিশোরীর পরিবার ও গ্রামবাসীর দাবি, শুক্রবার পুলিশ তল্লাশি শুরু করলে ছাত্রীকে বাঁচানো যেত। পুলিশের গাফিলতিতেই প্রাণ গেল ১০ বছরের মেয়েটির। পুলিশ এদিন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম মোস্তাকিন সর্দার। ফুটেজে অভিযুক্তের সাইকেলে শেষবার দেখা গিয়েছে কিশোরীকে। পুলিশের দাবি, আটক যুবক দোষ স্বীকার করেছে।

এই ঘটনায় তৃণমূলকে আক্রমণ করে বিজেপি রাজ্যে সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সমাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ বাংলার অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার প্রশ্ন, দেবীপক্ষের সূচনাতেও নিস্তার নেই বাংলার মেয়েদের! আপনার অপশাসনে আর কতগুলি বাংলার মেয়ের এই পরিণতি হবে!! ছিঃ।"

কুণাল ঘোষ জবাবে লিখেছেন, 'জয়নগরের বালিকার রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নিন্দনীয়। যে বা যারা দায়ী, চরম শাস্তি চাই। কিন্তু এই সুযোগে ধর্ষণ, খুনের রেকর্ড গড়া সিপিএম, বিজেপিসহ কিছু বিরোধীকে এখন সাধু সেজে অরাজকতা তৈরি করতে দেবেন না। পুজোর মরশুমে বিরাট চক্রান্ত চলছে অশান্তির।"

ক্ষোভের মুখে তৃণমূল

তৃণমূল নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন। কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডলকে তাড়া করে জনতা। এলাকায় পৌঁছান জয়নগরের সাংসদ তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল। তার সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বচসা বাধে।

একসময়ে বাম রাজনীতির গড় কুলতলিতে এখন তৃণমূলের একচ্ছত্র দাপট। সেখানে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে গো

এরপর ৩ পাতায়

ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা

পুনর্বিচার মঞ্চের পক্ষ থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের পক্ষ থেকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে সমর্থন আবেদন করলেন মঞ্চের কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী । ওনার স্পষ্ট বক্তব্য সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের যে কোন সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করা উচিত । তবে মাথায় রাখতে হবে পুজোর এই কয়েকদিন যেহেতু অনেক গরীব মানুষের রুটিরুজির সংস্থান হয় তাই এই কয়দিন এমন কোনো বিক্ষোভ করা উচিত নয় যাতে ঐ গরীব মেহনতি বুভুক্ষু মানুষগুলো অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এই কারণেই ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের সদস্যরা বিজয়া দশমীর পর থেকেই আন্দোলনকে তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । ওনাদের বক্তব্য, প্রসঙ্গ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তখন কোন মঞ্চেরই উচিত নয় কাউকে বাদ দেওয়া বা অচ্ছুৎ ভাবা কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে । সেখানে কোন "আমরা ওরার" বিভাজন অভিপ্রেত নয়। ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য ডক্টর তিলোত্তমার বিচার চেয়ে সমাজের সব স্তরের মানুষরা যেমন জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে এসে দাড়িয়েছে সেই রকম জুনিয়র ডাক্তারদেরও উচিত শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনে সীমাবদ্ধ না থেকে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচারের আন্দোলনে সামিল হয়ে নিজেদের উদারতার পরিচয় দেওয়া হতে আগামী দিনে ডাক্তার তিলোত্তমার মত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং হেঁতাল পারেখকেও জাস্টিস দেওয়া যায় । কারণ দিনের শেষে একটি অপরাধমুক্ত সমাজের পাশাপাশি একটি ত্রুটিহীন বিচার ব্যবস্থা স্থাপন করা সবার অঙ্গীকার হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে আর কাউকে ধনঞ্জয় না হতে হয় ।

পাকিস্তান যাবেন জয়শঙ্কর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তান যাবেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে হবে এ সম্মেলন। সেখানেই ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জয়শঙ্কর। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান যাবেন এসসিও সামিটে যোগ দিতে।

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের কাউন্সিল অব হেড অব গভর্মেন্ট (সিএইচজি)-এর বৈঠক হবে চলতি মাসে। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তানে যাচ্ছেন না। তার পরিবর্তে যাবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের সম্পর্কের বৈরিতার জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে সাধারণত মোদিই উপস্থিত থাকেন। যদিও এ বছর কাজাখস্তানে জুলাই মাসের বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। কারণ সে সময় সংসদে অধিবেশন চলছিল। গত বছর এ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি।

২০০৫ সাল থেকেই এসসিও-র অবজার্ভার হিসাবে রয়েছে ভারত। ২০১৭ সালে এই সংগঠনের পূর্ণ সদস্যপদ নেয় ভারত। রাশিয়ার চাপেই এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে ভারতের। বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়া ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের ব্যালেন্স করতে এই মঞ্চকে ব্যবহার করছে ভারত।

মেঘালয়ে বন্যা-ভূমিধসে নিহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় অঞ্চলের ৫ জেলায় বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৭ জন সাউথ গারো হিলস এবং ৩ জন ওয়েস্ট গারো হিলসের বাসিন্দা ছিলেন। বন্যায় এ দু'টি জেলাতেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

এক সংবাদ সম্মেলনে মেঘালয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাঙমা বলেছেন, বন্যা উপদ্রুত এলাকাগুলো থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা এবং ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করতে ৫ জেলার স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কোনো ব্যাপারে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে রাজ্য সরকারকে তা জানাতে বলা হয়েছে।

তার আগের দিন শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিরামহীন বর্ষণের জেরে মিজোরামের ওয়েস্ট গারো হিলস জেলার ডালু এলাকা এবং সাউথ গারো হিলসের গাসুয়াপারা অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

বন্যার পানির স্রোতে গাসুয়াপাড়া এলাকার একটি সেতু ভেসে গেছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ওয়েস্ট গারো হিলস জেলায় নিহত তিন জনই ডালু এলাকার। আর সাউথ গারো হিলসে নিহত ৭ জনের সবার বাড়ি জেলার হাতিয়াসিয়া সংমা গ্রামে। এই ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিধসের কারণে।

মেঘালয় রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের এক কর্মকর্তা ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে বলেন, বন্যা ও ভূমিধসের কারণে গারো পাহাড় অঞ্চলের ৫ জেলার উপদ্রুত অঞ্চলগুলোর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় কাঙ্ক্ষিত গতি আনা যাচ্ছে না।

১-ম পাতার পর

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফেটে গেল পুলিশ সুপারের কনফিডেন্স, হাইকোর্টের প্রশ্ন পকসোর ধারা নেই কেন?

দ্রুত পকসো আইনের ধারা যোগের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

এদিন মামলার কেস ডায়েরি দেখে বিচারপতি বলেন, সুরতহাল রিপোর্টে যা রয়েছে তা প্রকাশ্য আদালতে বলা যাবে না। কিন্তু এই মামলায় তো শুরুতেই পকসো আইনের ধারা যোগ করা উচিত ছিল। এখনও কেন সেই ধারা যোগ করেনি পুলিশ? অবিলম্বে এই ধারা যোগ করতে হবে পুলিশকে। একই সঙ্গে অভিযুক্তকে পকসো আদালতে পেশের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বলে রাখি, শনিবার বিকেলে জয়নগরের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বারুইপুরের এসপি পলাশ ঢালি বলেছিলেন, 'আমি যে টাইমলাইন দিলাম এটা সব কিন্তু অন রেকর্ড আছে। আপনারা খতিয়ে দেখতে পারেন। জেলার পুলিশ সুপার হিসাবে আমি বলছি আমি আপনাকে ফুল কনফিডেন্সে বলতে পারি। আজ সকাল পর্যন্ত আইসি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা পরিবারকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। এটা একটা জঘন্য অপরাধ এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সরকার এই সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া। আমরা দ্রুত এর তদন্ত আমরা শেষ করব। আর এর জন্য সর্বোচ্চ সাজা যে ভাবে দেওয়া যায় আমরা দেব।'

১-ম পাতার পর

রাজ্য সরকার ও পুলিশ বাংলার শিশু ও মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ,দাবি সুকান্তর

ভারাক্রান্ত। পাশাপাশি কুলতলিতে যে ভাবে একজন ক্ষুদে ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন নাগরিক হিসেবে, একজন কন্যার পিতা হিসেবে আমি উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ভীত। সে কারণেই আমি পুজো মন্ডপে যাব কিন্তু কোনও পুজোর উদ্বোধন করব না।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সুকান্ত মজুমদার এও বলেন, "রাজ্য সরকার ও পুলিশ বাংলার শিশু ও মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ।

২ পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে এবার কিশোরী হত্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে জনরোষ

ব্যাক স্লোগান ওঠে। রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী ও সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এলাকায় গেলে আর এক প্রস্থ উত্তেজনা তৈরি হয়।

পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের এমনি রোষ বারবার দেখা যাচ্ছে। চলতি সপ্তাহে একইভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার দক্ষিণ শহরতলি এলাকার বাঁশদ্রোণী। জেসিবির নীচে পড়ে প্রাণ যায় এক স্কুল ছাত্রের। এরপর পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাঙচুর করা হয় জেসিবি।

রাস্তার হাল খুব খারাপ হওয়ায় এই দুর্ঘটনা। প্রতিবাদে পাটুলি থানার ওসিকে কাদাজলে নামিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হয় তাকে। পুলিশ বাহিনী পরে ওসিকে উদ্ধার করে। সাবেক পুলিশকর্তা নজরুল ইসলাম ডিডাব্লিউকে বলেন, 'পুলিশ 'নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে। শাসকদলের অনুমতি ছাড়া তারা ব্যবস্থা নেয় না। আসামি কে হবে, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তারা এগোয় না। সেই কারণেই তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে। পুলিশ যদি দল না দেখে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে তাহলে রোষের মুখে পড়তে হবে না।"

আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার পর নারী সুরক্ষা বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। খোদ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত চিকিৎসক নিহত হয়েছেন। প্রত্যন্ত গ্রামে নারীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ফের প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আরো একটি ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ।

একে সামাজিক ব্যাধির তকমা দেন অনেকে। কিন্তু বারবার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে কেন? রাজ্য শিশু সুরক্ষা আয়োগের সদস্য তুলিকা দাস ডিডাব্লিউকে বলেন, আমরা নিয়মিত পুলিশের সঙ্গে কাজ করি। তাদের তৎপর থাকতে বলি। কিন্তু কোন ঘটনা যে ঘটবে সেটা আগে তো জানা যায় না। তবু আরো কোন কোন উপায়ে সুরক্ষা বাড়ানো যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এনিয়ে আলোচনা করে আমরা সুপারিশ দেব।"

জুনিয়র চিকিৎসকদের লড়াই

আর জি করের ঘটনার বিচার চেয়ে জুনিয়র চিকিৎসকেরা আন্দোলন করছেন প্রায় দুই মাস। তাদের অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে স্বাস্থ্য প্রশাসন ও পুলিশ।

চিকিৎসকদের আন্দোলনের চাপে সরতে হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে। লালবাজার অভিযান করে জুনিয়র চিকিৎসকেরা শিরদাঁড়ার প্রতিরূপ দিয়ে এসেছিলেন গোয়েলকে।

চিকিৎসকদের এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ছে বলে অন্যান্য ঘটনায় প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে, এমনটা মনে করেন অনেকে। মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী রঞ্জিত শূর ডিডাব্লিউকে বলেন, 'মানুষ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করছে। থানায় গিয়ে পুলিশের ধমকে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে না। নারীরা নেমে আসছেন বিক্ষোভে। বাম আমলের শেষ চার বছর এই ছবি দেখা গিয়েছিল। অন্যায় দেখলে এভাবেই প্রতিবাদ, আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।"

জুনিয়র চিকিৎসকেরা কর্মবিরতি তুলে নিলেও সরকারের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সরকারের তরফ থেকে সদর্থক সাড়া না পেলে, ধর্মতলায় চিকিৎসকেরা অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর সঙ্গে শুরু হবে আমরণ অনশন।

শুক্রবার কলকাতা প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় অবস্থানে বসেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। পুলিশের বিরুদ্ধে মঞ্চ প্রস্তুতকারক ডেকোরেটরদের বাধা দেয়ার অভিযোগ ওঠে। চিকিৎসকেরা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে ত্রিপল লাগিয়ে নিজেদের মঞ্চ বানিয়ে নেন।

শনিবার কলকাতা পুলিশ অবস্থানরত চিকিৎসকদের ই-মেইলে অনুরোধ করেছে, তারা যেন পুজোর সময় এই ব্যস্ত এলাকা থেকে অবস্থান তুলে নেন। না হলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হবে। যদিও এই ই-মেইলকে আমল দিচ্ছেন না আন্দোলনকারীরা। রাজ্য কী অবস্থান নেয়, সেদিকে তাকিয়ে তারা।

জম্মু-কাশ্মির ও হরিয়ানার

বুথফেরত সমীক্ষায় চাপে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মিরের বিধানসভা নির্বাচনে হারতে যাচ্ছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি। এরই মধ্যে অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপির হারের পূর্বাভাস মিলেছে। তার মধ্যে হরিয়ানায় এক দশক পরে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারে। এছাড়া, 'ইন্ডিয়া'র দুই শরীক ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট জম্মু ও কাশ্মিরে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতে পারে।

নির্বাচন বিষয়ক সংস্থা পিপলস পালস জানিয়েছে, হরিয়ানায় কংগ্রেস ৯০টির মধ্যে ৫৯টি আসন পাবে। আর বিজেপি পাবে ২৬টি। বাকি আসনগুলো পাবে অন্যান্য দলগুলো। দৈনিক ভাস্কর বলেছে, হরিয়ানায় বিজেপি ২৪টি, কংগ্রেস ৪৯টি এবং বাকি দলগুলো অন্যান্য আসন পাবে। আরেক সংস্থা ধ্রুভ রিসার্চ জানিয়েছে, এই রাজ্যে বিজেপি ২৭টি,

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ০৭ অক্টোবর, ২০২৪ সোমবার ২০ আশ্বিন, ১৪৩১

৩ পাতার পর

জম্মু-কাশ্মির ও হরিয়ানার বুথফেরত সমীক্ষায় চাপে বিজেপি

কংগ্রেস ৫৭টি, অন্যান্য দল বাকি আসন পাবে।

অন্যান্য সংগঠনও কংগ্রেসকেই এগিয়ে রাখছে। যা নির্দেশ করছে হরিয়ানায় বিজেপির ১০ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানে নতুন সরকার গড়তে যাচ্ছে রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস। হরিয়ানায় যদি কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চায় তাহলে তাদের ৯০টি আসনের মধ্যে ৪৬টি আসনে জয় পেতে হবে।

অপরদিকে জম্মু ও কাশ্মিরেও ৯০টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। সেখানে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চাইলে ৪৬টি আসনে জয় পেতে হবে। তবে নির্বাচনবিষয়ক সংস্থাগুলো জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মিরে কোনো দল বা জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে। পিপলস পালস জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মিরে কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট পেতে পারে ৪৬ থেকে ৫০টি আসন, বিজেপি ২৩ থেকে ২৭টি, বাকি আসনগুলো অন্য দলগুলো।

দৈনিক ভাস্কর বুথ ফেরত জরিপে বলেছে, জম্মু-কাশ্মিরে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট পাবে ৩৫ থেকে ৪০টি আসন, বিজেপি ২০ থেকে ২৫টি আসন, বাকি দলগুলো অন্যান্য আসন। গুলিস্তান তাদের জরিপে বলেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট পাবে ৩১ থেকে ৩৬টি আসন, বিজেপি ২৮ থেকে ৩৮টি আসন। আর বাকি দলগুলো অন্যান্য আসন পাবে। আগামী ৮ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ওইদিনই জানা যাবে এই দুটি জায়গায় নতুন সরকার গঠন করতে যাচ্ছে কোন দল।

সম্পাদকীয়

জয়নগরের ঘটনায় পুলিশকে হুমকি দিপ্সিতার

আরজি কর কাণ্ডের মতই যাতে জয়নগরের নির্যাতিতার পরিণতি না হয় তার জন্য প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন মৃতার পরিবার। তাঁরা সঠিক ময়নাতদন্তের জন্য প্রথম থেকেই চাপ দিচ্ছিল। পাশাপাশি সক্রিয় ছিল একাধিক রাজনৈতিক দলও। জয়নয়গের নির্যাতিতার দেহ শনিবার রাতেই নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতার কাঁটাপুকুর মর্গে।কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেত্রী দীস্পিতা ধর। তারই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তি। দীস্পিতা ধরকে মর্গে থেকে টেনে বার করে আনার চেষ্টা করে স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা। সেই সময়ই বামনেত্রী পুলিশের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন, 'এতবার বডি লোপাট করেছিস শান্তি হয়নি! এবার তো দশ বছরের মেয়ে আবার । দীস্পিতা ধর বলেন, সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। তাঁকেও টেনে হিঁচড়ে বার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলনে, তাঁর প্রশ্ন এতো লুকোনোর কী রয়েছে পুলিশের। 'ভিরতে কী এমন ছিল যেটা দেখতে পেরে পুলিশকে সমস্যায় পড়তে হবে। তাহলে আরজি করের মতে কুলতলির বাচ্চা মেয়েটারও বডি লোপাট করেছে পুলিশ? কাকে বাঁচাতে চাইছে তারা?জয়নগরে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধারের পর থেকেই প্রতিবাদে সরব হয় স্থানীয় মানুষ। বাম ও বিজেপির পক্ষ থেকে দেব সংরক্ষণের দাবি করা হয়। কারণ আরজি করের নির্যাতিতার ময়না তদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্ট অসম্পূর্ণ। কিন্তু আরজি করের নির্যাতিতার দেহ দ্রুত দাহ করা হয়েছিল। তাই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের সুযোগ ছিল না। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয় তারজন্য প্রথম থেকেই সক্রিয় রয়েছে বাম ও বিজেপি।টিউনশন পড়তে গিয়ে শুক্রবার রাতে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ১০ বছরের ছাত্রী। ক্লাস ফোরে পড়ত। তারপর খোঁজ না পাওয়ায় পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। কিন্তু পুলিশ গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ। এরপরই রাতের বেলা বাড়ি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে উদ্ধার হয় নির্যাতিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ।

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

নারীশরীরের লোভ সঞ্জাত করেছিলেন পৌরাণিকেরা।

তাই দুর্গা নামের যুদ্ধাস্ত্রটি স্ত্রীরূপে শোভিত, এক পুরুষকে প্রলোভন দেখাবে বলেই। যদিও আমাদের ঘরের মেয়ে বা লৌকিক দুর্গার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির তেমন কোনো মিল নেই। লৌকিক দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে, চলতি তথাকথিত মেয়েলি সব বৈশিষ্ট্য তাঁর অধিকার। মাকে যেমন একা হাতে অনেক কাজ করতে হয়, ঠিক যেমন মা দুর্গাকে দশ হাতে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মহিষাসুরবধের সময়।

সব দেবতা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল মা দুর্গাকে। অনেকগুলো দৈত্য, দানব, অসুরকে তিনি মেরেছিলেন। আমরা শুধু মহিষাসুরের নামটাই জানি। রক্তবীজ, চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, মধু, কৈটভ আর মহিষাসুর, মোট নয়জন অসুরকে মা দুর্গা বধ করেছিলেন। এই এক একজন দুষ্ট অসুর আসলে সমাজের খারাপ লোকেদের প্রতীক। ধরে নেওয়া যায়, এই অসুরদের একজন চোর, একজন ডাকাত, একজন মিথ্যাবাদী, একজন হিংসুটে, একজন মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে, একজন অসৎ, একজন খুনি, একজন প্রতারক আর একজন নিষ্ঠুর লোক। এরা সবাই দুষ্ট আর সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মানুষ। তাই বছরে একবার মা দুর্গাকে স্মরণ করে আমরা এসব অশুভ শক্তির বিনাশ করার চেষ্টা করি।

আমরা যেমন ঘর-সংসার, স্বামীসন্তান, আত্মীয়পরিজন ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দিল্লি পুলিশের কাছে ইসরায়েলি দূতাবাসের 'অস্বাভাবিক' অনুরোধ

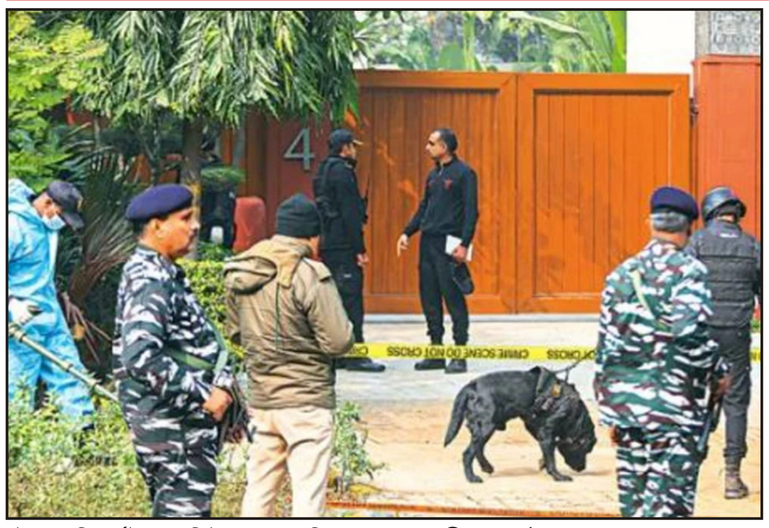

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লি পুলিশের কাছে 'অস্বাভাবিক' অনুরোধ করেছে ভারতে অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাস। নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পুলিশের শুটিং রেঞ্জ ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে তারা।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রথমবারের মতো একটি দূতাবাস এই সুবিধা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে। অনুরোধটি বর্তমানে পর্যালোচনাধীন। শনিবার দিল্লি পুলিশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ও নাম প্রকাশ না করা সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা বিভাগ একটি চিঠি আকারে ইসরায়েলি দূতাবাস থেকে 'অস্বাভাবিক' অনুরোধ পায়। ওই চিঠিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পুলিশের শুটিং রেঞ্জ ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অনুরোধটি দিল্লি পুলিশ সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে।

এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন, অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করার একটি দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে।

দিল্লি পুলিশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, “এটি অবশ্যই প্রথমবার কোনও দূতাবাস আমাদের শুটিং রেঞ্জ ব্যবহার এবং প্রবেশাধিকার চেয়েছে। আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি এবং এখন পর্যন্ত তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।”

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে দিল্লিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের চারপাশে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে ইসরায়েলি দূতাবাসের চারপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করে দিল্লি সরকার। পুলিশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু জানিয়েছে, ইসরায়েলি দূতাবাস এলাকায় ইতোমধ্যে বহু-স্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

ভারত যাচ্ছেন মালদ্বীপ প্রেসিডেন্ট, কী গুরুত্ব এই সফরের?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার ভারত সফরে যাচ্ছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। ধারণা করা হচ্ছে, পাঁচ দিনের এই রাষ্ট্রীয় সফরে মুইজ্জু ভারতের কাছে তার দেশের জন্য 'বেল আউট' চাইবেন। কারণ, বর্তমানে দ্বীপ রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক সংকটে আছে। এমনকি ঋণখেলাপি হওয়ার শঙ্কায় আছে দেশটি।

'বেল আউট' কী?

'বেল আউট' হচ্ছে যখন কোনও দেশ বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দেনার দায়ে বা মূলধনসংকটে পড়ে দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়, তখন সেই দেশ বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা করা।

সফরের গুরুত্ব

মুইজ্জু মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন গত বছরের শেষ দিকে। দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম তিনি আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারত যাচ্ছেন।

নির্বাচনী প্রচারে জনগণের কাছে মুইজ্জুর প্রধান অঙ্গীকার ছিল- 'ইন্ডিয়া আউট' বা 'ভারত হটাও' নীতি। মূলত তার দেশের ওপর নয়াদিল্লির প্রভাব কমানোই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। সে অনুযায়ী, মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কেও টানাপোড়েন চলে আসছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মালদ্বীপ যে তার বড় প্রতিবেশী ভারতকে উপেক্ষা করতে পারে না, তার ইঙ্গিত দিচ্ছে মুইজ্জুর এই সফর।

গত সেপ্টেম্বর মাসে মালদ্বীপের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় ৪৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ দিয়ে দেশটির দেড় মাসের আমদানির খরচ মেটানো সম্ভব।

গত মাসে আন্তর্জাতিক ঋণমান সংস্থা মুডি'স মালদ্বীপের ক্রেডিট রেটিং (ঋণমান) কমিয়ে দেয়। সংস্থাটি বলে, মালদ্বীপের ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বাস্তবিক অর্থে বেড়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারত 'বেল আউট' দিলে মালদ্বীপের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী হবে।

ইতোমধ্যে তুরস্ক ও চীন সফর করেছেন মুইজ্জু। গত জানুয়ারিতে তিনি চীন সফর করেন। তার এই সফরকে নয়াদিল্লির প্রতি বড় ধরনের কূটনৈতিক অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ হিসেবে বিবেচনায় করা হয়। কারণ, এর আগে মালদ্বীপের নির্বাচিত নেতারা তাদের প্রথম বিদেশ সফরের জন্য ভারতকেই বেছে নিতেন।

শুধু তাই নয়, মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মালদ্বীপের তিনজন কর্মকর্তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। এর জেরে ভারতে বিতর্কও শুরু হয়।

মালদ্বীপের বিশ্লেষক ও ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্রভাষক আজিম জহির বলেন, মুইজ্জুর ভারত সফর একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- মালদ্বীপ প্রতিবেশী ভারতের ওপর কতটা নির্ভরশীল, এর প্রতিফলন মুইজ্জুর এই সফর। ভারতের ওপরে মালদ্বীপের যে নির্ভরতা, তা অন্য কোনও দেশ সহজে পূরণ করতে পারবে না।

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত প্রায় ১ হাজার ২০০টি প্রবালদ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপ। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার।

ছোট এই দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ তার বেশির ভাগ খাদ্য, অবকাঠামো নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিশাল প্রতিবেশী দেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীল।

২০২১ সাল থেকে দিল্লিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের কাছে দুটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

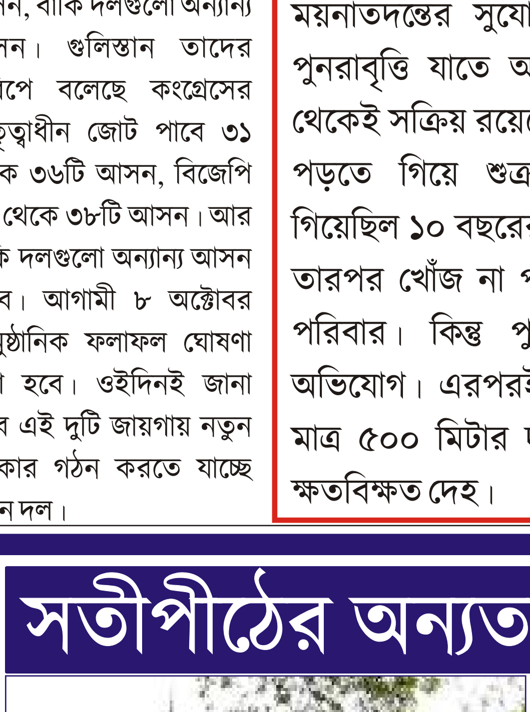

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি কামাখ্যা মন্দির এবং পার্শ্ববর্তী বিরাট একটি ভূখণ্ড কৃষ্ণরামকে দেবত্তোর সম্পত্তি হিসেবে দান করেন। তাকে ও তার বংশধরদের পর্বতীয়া গোসাই বলা হত। কারন তারা নীলাচল পর্বতের উপর থাকতেন। কামাখ্যা মন্দিরের অনেক পুরোহিত এবং আসামের অনেক আধুনিক শাক্ত এই পর্বতীয়া গোসাইদের শিষ্য। অনুমিত হয় প্রাচীনকালে কামাখ্যা ছিল খাসি উপজাতির বলিদানের জায়গা। **ক্রমশঃ**

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

সিনেমায় রসায়ন দেখে ভক্তের মৃত্যু!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে দক্ষিণী সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআর ও বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'দেবারা পার্ট ১'। কোরাতালা শিব পরিচালিত এই ছবি বক্স অফিসে শুরুতেই দারুণ সাফল্য পেয়েছে।

পর্দায় প্রথমবার জুনিয়র এনটিআর ও জাহ্নবী কাপুরের রোম্যান্স দেখে চোখ ফেরাতে পারেননি দর্শক। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে সাইফ আলি খানের অসামান্য অভিনয়। এই ছবির মাধ্যমে তেলুগু ছবির জগতে অভিষেক হল সাইফ ও জাহ্নবীর।

সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। তবে এর মধ্যেই ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। দর্শক যখন এই সিনেমা দেখতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন তখন অন্ধ্র প্রদেশে একজন দর্শক সিনেমা দেখে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অন্ধ্র প্রদেশের অপ্সরা থিয়েটারে 'দেবারা'র বিশেষ স্ক্রিনিং দেখতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন জুনিয়র এনটিআর-এর এক ভক্ত। তার নাম মাস্তান ভ্যালি। বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছবিটির প্রদর্শনীর সময় মাস্তান বেশ উৎসাহী ছিলেন। সবার মতো তিনিও উল্লাস করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে নিকটস্থ একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভর্তিও করা হয়। কিন্তু বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনার পর আবারও সিনেমা হলে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসছে। ইতোমধ্যেই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হ্যাকারের কবলে রাজ চক্রবর্তী, কপালে চিন্তার ভাঁজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর কপালে চিন্তার ভাঁজ। জানা যায়, পরিচালকের ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা হয়েছে। ফেসবুকে ওই পেজে গেলে দেখা যাচ্ছে, সেখানে ইংরেজির পরিবর্তে বিদেশি ভাষায় নাম লেখা। তবে পেজটির বায়োতে যাবতীয় তথ্য ইংরেজিতেই লেখা রয়েছে, যা রাজের পরিচয় দিচ্ছে।

রাজ জানান, ফেসবুকে তার তিনটি প্রোফাইলকেই কব্জা করেছে হ্যাকাররা। এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত প্রোফাইল, ব্যক্তিগত পেজ এবং প্রযোজনা সংস্থার পেজ রয়েছে। রাজ বলেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের খুঁটিনাটি আমি নিজে বিশেষ একটা বুঝি না। সেগুলো দেখভালের জন্য আমার একটা বিশেষ দল রয়েছে। পেজের নাম যে বদলে গিয়েছে, সেই নোটিফিকেশন সকলের কাছে যায়। সকাল থেকেই অনেকেই আমাকে ফোন এবং মেসেজ করে বিষয়টা জানান। তার পর বিষয়টি বুঝতে পারি।"

রাজ জানান, গত কয়েক দিন ধরেই ফেসবুকে তার প্রোফাইলে সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু তার প্রোফাইলগুলো যে হ্যাকারদের নিশানায়, তিনি তা বুঝতে পারেননি। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার সময়ে ফেসবুকে রাজের নাম দিয়ে সার্চ করলে কোনও প্রোফাইল দেখাচ্ছে না। ইতোমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখায় রাজ অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি ফেসবুক কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। রাজের কথায়, "আমাদের তরফে যা যা পদক্ষেপ করা সম্ভব, আমরা করেছি। এখন উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি।" 'বাবলি' ছবির পরিচালকের আশা, দ্রুত এই সমস্যার নিষ্পত্তি হবে এবং তিনি তিনটি প্রোফাইলই ফিরে পাবেন।

বড় পর্দায় 'মির্জাপুর', 'কালীন ভাইয়া'র ভূমিকায় হৃতিক?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগেই অ্যামাজন প্রাইমে জনপ্রিয় ভারতীয় ওয়েব সিরিজ 'মির্জাপুর' এর তৃতীয় কিস্তি মুক্তি পেয়েছে। তবে দর্শকদের প্রত্যাশা তেমন পূরণ করতে পারেনি এটি। নতুন খবর, সিরিজের পর 'মির্জাপুর' নিয়ে এবার সিনেমা হচ্ছে। একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নির্মাতারা নাকি সিরিজটি নিয়ে সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা করছেন। এই গুঞ্জন প্রকাশ্যে আসতেই রোমাঞ্চিত দর্শকেরা। তবে চমক এখানেই শেষ নয়, 'মির্জাপুর'-এর জনপ্রিয় চরিত্র 'কালীন ভাইয়া'। নতুন গুঞ্জন এই চরিত্রে নাকি বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশনকে দেখা যেতে পারে! ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম বলছে, 'কালীন ভাইয়া' চরিত্রটির জন্য হৃতিক রোশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন নির্মাতারা। তবে সিরিজটি সিনেমায় রূপান্তরিত হলেও এর নাম 'মির্জাপুর' থাকবে বলে শোনা যাচ্ছে। বিষয়টি সামনে আসতেই বেশ কিছু নেটিজেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'মির্জাপুর' দেখেছেন কি? পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং মুন্না ভাইয়া ছাড়া হলে এই ছবি কেউ দেখবেন না। পঙ্কজ ত্রিপাঠী ও মুন্না ভাই ছাড়া পুরো ছবিটাই দেখার অযোগ্য হবে।' আরেকজন লিখেছেন, 'এমন হলে অনেক খারাপ মন্তব্য সহ্য করতে হবে নির্মাতাদের, কালীন ভাইয়ার চরিত্রে পঙ্কজ ত্রিপাঠীকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করবেন না মানুষ।' সিনেমাটির প্রস্তাব হৃতিকের গ্রহণ করা উচিত হবে না বলেও মনে করছেন অভিনেতার ভক্তরা। তারা মনে করছেন, অভিনেতা 'সুপার থার্টি' ও 'বিক্রম বেদা' সিনেমায় এর মধ্যেই বিহারি উচ্চারণে সংলাপ বলে অভিনয় করে ফেলেছেন, 'কালীন ভাইয়া'ও বিহারি উচ্চারণে কথা বলে। তাই আবার এ ধরনের চরিত্রে হৃতিক সম্ভবত রাজি হবেন না। 'মির্জাপুর' সিরিজে 'কালীন ভাইয়া' চরিত্রে পঙ্কজ ত্রিপাঠী, 'মুন্না ভাইয়া' চরিত্রে দিব্যেন্দু ও 'গুড্ডু ভাই'-এর চরিত্রে দেখা গেছে আলী ফজলকে।

ফের নুসরাতের পোশাক নিয়ে কটাক্ষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু একটা করবেন আর কটাক্ষের শিকার হবেন না, এমনটাই যেন রীতিমতো অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওপার বাংলার অভিনেত্রী নুসরাত জাহানের জন্য।

সম্প্রতি আরও একবার এমন ঘটনার সাক্ষী হলেন এই অভিনেত্রী। যেখানে ইনস্টাগ্রামে নতুন দুইটি ছবি পোস্ট করতেই অভিনেত্রীকে রীতিমতো তার পোশাক পছন্দ নিয়ে তুলোধোনা করলেন নেটিজেনরা।

ছবিতে দেখা যায়, একটি ছাই নীল রঙের ড্রেস পরে আছেন নুসরাত। হাতে বেশ কয়েকটি চুরি। কানে মানানসই দুল।

একটি ছবিতে, কোনো এক আলো ঝলমলে পরিবেশে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আরেকটি ছবিতে তাকে হাসতে দেখা যাচ্ছে।

ছবিগুলো পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'লেট দ্য লাইট গাইড ইউ।' অর্থাৎ আলো আপনাকে পথ দেখাক। কিন্তু ক্যাপশনে যাই লেখা থাক, তার ধার ধারেনি কেউ। অধিকাংশ নেটিজেনরাই অভিনেত্রীর পোশাক নিয়ে তুমুল সমালোচনা করেন। কটাক্ষ করেন তার রুচি নিয়ে। এক ব্যক্তি লেখেন, 'এটা কি? রুচির দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে নুসরতের।' দ্বিতীয়জন বিরক্তি প্রকাশ করে লেখেন, 'আপনি কি ছবি আপলোড করার সময় ছবির দিকে তাকান না? এ কেমন রুচি!' তৃতীয়জন লেখেন, 'এমন পোশাক পরেন কীভাবে? লজ্জা করে না?' চতুর্থ ব্যক্তি লেখেন, 'অসভ্যতার এক শেষ। এসব করে কী বোঝাতে চান?'

যদিও সেসব কোনো মন্তব্যেরই জবাব দেননি অভিনেত্রী। সাংসদ পদ হারানোর পর অভিনয়েও ব্যস্ততা কমিয়েছেন নুসরাত। বর্তমানে ভ্যাকেশন মুডেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। প্রসঙ্গত, নুসরাতকে সবশেষ দেখা গেছে সেন্টিমেন্টাল ছবিতে। ছবিটিতে অভিনয় করার পাশাপাশি প্রযোজনাও করেছিলেন তিনি।

'আইটেম নাচে অশ্লীলতা প্রত্যাশা করেন সবাই'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কখনো প্রেম, কখনো বিচ্ছেদ। অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই বেশি চর্চায় থাকেন অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। সিনেমার কাজ থাকুক না থাকুক, নিয়মিত খবরের শিরোনামে অনন্যার সম্পর্ক। আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক দিন। এরইমধ্যে নতুন প্রেমে মজেছেন তিনি। বর্তমানে অভিনেত্রীর চর্চিত প্রেমিক হলেন মডেল ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কো। তবে এখন আর প্রেম নয়, অভিনেত্রী চর্চায় থাকেন তার কাজ নিয়ে। কিছুদিন আগে ওয়েব সিরিজে অভিষেক হয়েছে অনন্যার।

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইমের সিরিজ 'কল মি বে'তে বেলার চরিত্রে অভিনয় করে আরও একবার দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। সাবলীল অভিনয়ে ফুটে উঠেছে তার দক্ষতা। বর্তমানে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কারের পথে এগিয়ে চলেছেন অনন্যা। তবে পর্দায় আবেদনময়ী চরিত্রে নিজেকে জাহির করলেও এখনও কোনো আইটেম গানে নাচতে দেখা যায়নি চাঙ্কিকন্যাকে। তবে এবার কি তাকে আইটেম নাচতে দেখা যাবে? সম্প্রতি, মুম্বাই সংবাদমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী। অনন্যা বলেন, 'আইটেম নাচ করাটা বড় বিষয় করে দেখা উচিৎ নয়। কোনও সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে যেমন অভিনয় করা হয়, এটাও তেমনভাবে দেখা উচিৎ। কিন্তু সাধারণত দৃষ্টিভঙ্গি সেইরকম থাকেনা। অশ্লীলতা প্রত্যাশা করেন সবাই আইটেম নাচে। তিনি আরো বলেন, 'যদি কোনও আইটেম নাচে যৌন আবেদনের জায়গা না থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি তা করতে রাজি। কিন্তু সাধারণত তা হয় না। তাই এই বিষয়ে ভাবি না। সামনে বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানের আসন্ন সাইবার-থ্রিলার 'সিটিআরএল'-এ মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে অনন্যাকে। আগামী ৪ অক্টোবর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে এটি।

দলকে জিতিয়ে বাবাকে গোল উৎসর্গ করলেন রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগেও গোল করেছেন, উদযাপন করেছেন চিরচেনা ভঙ্গিতে। কিন্তু এবার গোল করার পর অন্যরকম উদযাপন করলো পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তার চেনা 'সিউউ' উদযাপন না করে বরং দাঁড়িয়ে ওপরে আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন আকাশের দিকে। সে সময় চোখ ভিজে ওঠা সেই উদযাপনের পেছনের গল্প জানা গেল ম্যাচের পরে। গোল করে বাবাকে মনে পড়ছিল আল নাসর তারকার। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এলিট গ্রুপের ম্যাচে কাতারের আল রাইয়ানকে ২-১ গোলে হারায় রোনালদোর আল নাসর।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে কাছ থেকে হেড করে প্রথম গোলটি করেন সাদিও মানে। দুই অর্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ পান রোনালদো। তার তিনটি হেড বাইরে চলে যায় অল্পের জন্য। আরেকবার বল জালে পাঠালেও গোল পাননি অফসাইড হওয়ায়। অবশেষে ৭৬ মিনিটে বক্সের ভেতর বল পেয়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের সামনে থেকেই বা পাঁশে দারুণ ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়ান পর্তুগিজ তারকা। হাজার গোলের স্বপ্নপূরণের পথে তার গোলসংখ্যা হলো ৯০৪টি। ৮৭ মিনিটে অবশ্য একটি গোল শোধ করে দেয় আল রাইয়ান। সেই ব্যবধানেই শেষ হয় ম্যাচ। ম্যাচের পর রোনালদো খোলাসা করেন তার অমন উদযাপনের কারণ, 'আজকের গোলের ভিন্ন একটা স্বাদ আছে. ভালো লাগত, যদি বাবা আজ বেঁচে থাকতেন। আজকে তার জন্মদিন। গোলটি বাবার জন্য।' বেঁচে থাকলে এ দিন ৭১ বছর পূর্ণ হতো রোনালদোর বাবার। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মারা যান। ২০০৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালের টাইব্রেকারে জয়সূচক গোলটির পর অনেকটা এভাবেই বাবাকে স্মরণ করেছিলেন রোনালদো।

এদিকে, ব্যক্তিগত রেকর্ড নিয়ে এখন আর ভাবেন না রোনালদো। রেকর্ডের খোঁজে না থেকে বাকিটা সময়ে বরং খেলাটা উপভোগ করতে চান এই পর্তুগিজ মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ১৩২ গোলের রেকর্ড রোনালদোর। এই তালিকায় ৩৯ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ধারে কাছেও নেই কেউ। ১০৯ গোল করে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি ও ইরানের আলি দায়ি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোলও রোনালদোর, ১৪০টি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে পেশাদার ফুটবলেও তার চেয়ে বেশি গোল নেই কারো। ৯০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে এখন হাজার গোলের স্বপ্নপূরণের পথে আছেন তিনি।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে নিজের গোলের চেয়ে দলের জয় নিয়েই বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক তারকা রোনালদো। 'এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য সব ম্যাচের মতো এটিও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও কঠিন ম্যাচ ছিল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি এবং প্রতিপক্ষকে সহজ সুযোগ তৈরি করা থেকে বিরত রাখতে রক্ষণ ভালোভাবে সামলেছি।' 'আমি সেরা কিনা সেটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়, এখন আর ওসব নিয়ে ভাবি না। গোল করতে পারা একজন খেলোয়াড় জন্য দারুণ কিছু, তবে আমার কাছে দলের জয়টাই মুখ্য। আমি রেকর্ড ভাঙতে অভ্যস্ত, এখন অবশ্য আর রেকর্ডের খোঁজে থাকি না। আমার কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খেলা উপভোগ করা এবং আল নাসর ও আমার সতীর্থদের জিততে সহায়তা করা।'

ইয়াং বয়েজকে গুঁড়িয়ে বার্সার বড় জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :চ্যাম্পিয়নস লিগে শুরুটা একদমই ভালো হয়নি বার্সেলোনার। মোনাকোর কাছে হারতে হয়েছে ২-১ ব্যবধানে। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে এসে জয়ের খাতা খুলেছে তারা। আজ ইয়াং বয়েজকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে হান্সি ফ্লিকের দল।

অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ম্যাচের অষ্টম মিনিটেই বার্সাকে এগিয়ে দেন লেভানদোভস্কি। এর আগে অবশ্য বল নিয়ে দারুণ সমন্বয় দেখান রাফিনিয়া ও লামিন ইয়ামাল। ৩৪ মিনিটে ফিরতি শটে রাফিনিয়া নিজেই পান গোলের দেখা। তিন মিনিট পর হেডে ব্যবধান ৩-০ করেন ইনিগো মার্তিনেস।

বিরতির পর ছন্দ ধরে রাখে বার্সা। লেভাও আদায় করে নেন দ্বিতীয় গোল। ৫১ মিনিটে মার্তিনেসের ক্রসে ছয় গজ বক্স থেকে হেড করেন তিনি। যা জালে জড়াতে কোনো ভুল করেনি। শেষ সময়ে এসে আত্মঘাতী গোল উপহার পায় বার্সা।

এই ম্যাচে মূল অধিনায়ক আন্দ্রে টার স্টেগানকে ছাড়াই খেলেছে স্বাগতিকরা। যে কারণে গোলবার সামলাতে হয়েছে ইনাকি পেনাকে। তবে ইনজুরির কারণে ছিটকে পড়া স্টেগানের অভাব পূরণ করতে পোলিশ গোলরক্ষক ভয়চেক সেজনিকে দলে টেনেছে কাতালানরা।

হল্যান্ড-ফোডেনে সিটির অনায়াস জয়

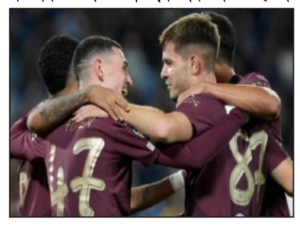

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লীগে রদ্রিকে ছাড়া মাঠে নামা ম্যানচেস্টার সিটি খেলায় কোন প্রভাব ফেলবে কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল।তবে দলের সেরা মিডফিল্ডারকে ছাড়াই নিজেদের দাপুটে রুপ ধরে রেখেছে পেপ গার্দিওলার দল।স্লোভান ব্রাতিসলাভার বিপক্ষে পুরো সময় একচেটিয়া আধিপত্য দেখিয়ে ম্যাচ জিতেছে হেসেখেলেই।

মঙ্গলবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে চ্যাম্পিয়নস লীগের ম্যাচটি ৪০ গোলের বড় ব্যবধানে জিতেছে সিটি।দলের চার গোলাদাতা আর্লিং হল্যান্ড, ফিল ফোডেন,ইকলাই গিন্দোয়ান ও জেমস ম্যাকাতে।

ম্যাচ জুড়ে ৭৭ শতাংশ সময় বল দেখে রেখে গোলের জন্য ২৮ টি শট নেয় সিটি।আক্রমণে চাপে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখা স্কাই ব্লুজরা।ম্যাচের প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৮ মিনিটে ইলকায় গুন্দোয়ান দলের হয়ে প্রথম গোল করার ১৫ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফিল ফোডেন। এই ব্যবধান নিয়েই বিরতিতে যায় সিটি। বিরতির পরও দাপট ছিল সিটির। ব্রাতিসলাভাকে রীতিমতো কোণঠাসা করে আক্রমণে যায় গার্দিওলার দল। এই অর্ধে আরও দুটি গোল আদায় করে নেয় তারা। ৫৮ মিনিটে ব্যবাধান বাড়ান। আর্লিং হলান্ড। ৭৪ মিনিটে জেসম ম্যাকাতের গোলে নিশ্চিত হয় বড় জয়।ব্রাতিসলাভা কোন গোল শোধ করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটি।

দিনের আরেক ম্যাচে সেল্টিককে ৭-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। গতবারের রানার্সআপ দলটি ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে।

পিএসজিকে হারিয়ে জয়ের ধারায় আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম ম্যাচে আটলান্টার বিপক্ষে ড্রয়ে শুরু করা আর্সেনাল এই ম্যাচেও ফরাসি জায়ান্ট পিএসজির বিপক্ষে ছিল আন্ডারডগই।তবে ছন্দে থাকা উসমান দেম্বেলেকে বিতর্কিতভাবে বাদ দেওয়া,গোলরক্ষকের বিবর্ণতায় হারের স্বাদ পেয়েছে প্যারিসিয়ানরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মঙ্গলবার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে পিএসজিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল।

ম্যাচের ২০তম মিনিটে জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার ভুলে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে নেন কাই হাভার্টস। এর ১৫ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লন্ডনের ক্লাবটির 'স্টার বয়' বুকায়ো সাকা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হয়েও পিএসজির খেলোয়াড়রা কাজের কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বারবার।

এদিকে দেম্বেলের পরিবর্তে মাঠে নেমে উইঙ্গার দিজাইরে দুয়েও কোচের আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি। ম্যাচর ৬৪তম মিনিটে তাকে উঠিয়ে রাদাঁল কোলো মুয়ানিকে মাঠে নামিয়েও ফল তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন এনরিকে। ফলে স্কোরলাইন অপরিবর্তিত রেখে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে প্যারিসের ক্লাবটির।

প্রথম ম্যাচে জিরোনার বিপক্ষে ড্র করতে করতে শেষ সময়ের গোলে জিতে তিন পয়েন্ট আদায় করলেও দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে সেই তিন পয়েন্টই সংগ্রহে থাকল পিএসজির। অন্যদিকে, আতালান্তার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করলেও দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতে দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে আর্সেনাল।

দিনের অপর খেলায় সেল্টিকের বিপক্ষে ৭-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে ডর্টমুন্ড, বার্সেলোনা জিতেছে ৫-০ ব্যবধানে। এছাড়া নিজ নিজ ম্যাচে ৪-০ গোলের জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ও ইন্টার মিলান। এ ছাড়াও ঘরের মাঠে এসি মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বায়ের লেভারকুজেন, আর স্পোর্তিংয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ১-১ গোলের ড্র করেছে পিএসভি আইন্ডহোভেন।

এর আগে, রেডবুল জালসবুর্গকে তাদের মাঠেই ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে টানা দুই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে আরেক ফরাসি ক্লাব ব্রেস্ত।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিতেও স্বস্তি নেই, পূজার পর হরমনপ্রীত, চোটের তালিকা বাড়ল ভারতীয় শিবিরে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন: কিউয়িদের বিরুদ্ধে হার দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করেছিল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে পাক-বধ করে ট্র্যাকে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। রবিবাসরীয় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ জমজমাট হল। কিন্তু টিম ইন্ডিয়া জিতলেও, ভারতীয় শিবিরে অস্বস্তি তৈরি হল। একে পূজা বস্ত্রকারের চোট ছিল। যে কারণে, তিনি পাক ম্যাচে খেলতে পারলেন না। তার উপর নিদা দারদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সময় চোট পেলেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারতেন তিনি। কিন্তু ১৯তম ওভারে গলায় চোট পেয়ে নিজেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন হ্যারি।

দুবাইতে পাক ক্রিকেটারদের ৮ উইকেটে ১০৫ রানে আটকে দেন ভারতীয় বোলাররা। অরুন্ধতী রেড্ডি নেন ৩ উইকেট। সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। ভারতীয় বোলারদের কাজ পূর্ণ হওয়ার পর হ্যারিদের ব্যাট হাতে দ্রুত রান তোলাই ছিল লক্ষ্য। সেখানে ১০৬ রানের টার্গেটি তাড়া করতে গিয়ে হতাশ করেন হরমনপ্রীত কৌরের ডেপুটি। ১৬ বলে ৭ রানে ফেরেন স্মৃতি। ওপেনার শেফালি ভার্মা ৩৫ বলে ৩২ রান করেন। তিনে জেমাইমাকে নামায় ভারত। ২৮ বলে ২৩ রান করেন জেমি। ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর ম্যাচ শেষ করতে পারতেন। কিন্তু ১৯তম ওভারে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন। ২৪ বলে ২৯ রানের ইনিংস ক্যাপ্টেন হ্যারির।

বিধ্বংসী হার্দিক পান্ডিয়া, ৪৯ বল বাকি থাকতেই জয় ভারতের

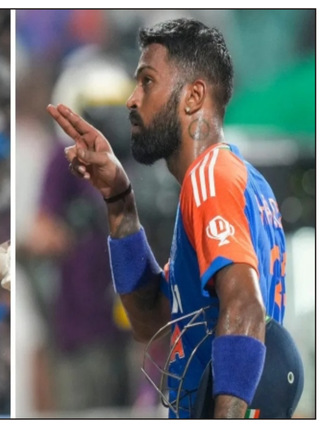

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খুব একটা 'বিধ্বংসী' ব্যাটিংয়ের প্রয়োজনই পড়ল না ভারতের। বোলারদের অনবদ্য পারফরম্যান্সে ছোট্ট টার্গেটই ছিল। ৪৯ বল বাকি থাকতেই সেই টার্গেটে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। ব্যাট হাতে ভরসা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

টেস্টের পর টি-টোয়েন্টি। ভারতের স্কোয়াড, একাদশ বদলেছে। পারফরম্যান্স নয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল ভারত। এর মধ্যে কানপুর টেস্টে টি-টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাটিং দেখা গিয়েছিল। টেস্টেই যদি ভারতের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ এমন হয়, টি-টোয়েন্টিতে কী হতে পারে, অনুমান করা যায়। যদিও খুব একটা 'বিধ্বংসী' ব্যাটিংয়ের প্রয়োজনই পড়ল না ভারতের। বোলারদের অনবদ্য পারফরম্যান্সে ছোট্ট টার্গেটই ছিল। ৪৯ বল বাকি থাকতেই সেই টার্গেটে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। ব্যাট হাতে ভরসা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিংয়ের ধাক্কায় শুরুতেই দুই ওপেনারের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ক্যাপ্টেন নাজমুল হাসান শান্ত ভালো ব্যাটিং করছিলেন। কিন্তু আউটও হলেন ততটাই খারাপ শট সিলেকশনে। ওয়াশিংটন সুন্দরের বোলিংয়ে তাঁকে যেন ক্যাচ প্র্যাক্টিস করান। বাংলাদেশ ইনিংসে সর্বাধিক রান মেহেদি হাসান মিরাজের। ৩২ বলে ৩৫ করেন মিরাজ। ১৯.৫ ওভারে ১২৭ রানেই অলআউট বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের নেতৃত্ব ছাড়লেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় দফায় দায়িত্বে এসে এক বছরও টিকলেন না বাবর আজম। ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দিতে সাদা বলে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে নিজের এই সিদ্ধান্ত জানান বাবর। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়।

'আমি আজ আপনাদের একটি সংবাদ জানাব। আমি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছি।'

'দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ছিল দারুণ সম্মানের। কিন্তু এখন সময় হয়েছে আমার সরে দাঁড়ানোর এবং নিজের খেলার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার। অধিনায়কত্ব অভিজ্ঞতা দেয়। কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্যভাবে কাজের চাপও বাড়ায়। আমি নিজের পারফরম্যান্সকে অগ্রাধিকার দিতে চাই, নিজের ব্যাটিংকে উপভোগ করতে চাই এবং পরিবারের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে চাই, যা আমাকে আনন্দ দেবে।'

গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর সব সংস্করণের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন বাবর। নানা নাটকীয়তার পর গত মার্চের শেষ দিকে ওয়ানডে ও টিটোয়েন্টির নেতৃত্বে ফেরেন সময়ের অন্যতম সেরা এই ব্যাটার।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR